ত্রয়ী : TRAYEE

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭

★ স্বপ্ন-সবুজ ১৯৪৭ ★

মুদ্রণে :

মৌসুমী প্রেস,

তামলীপাড়া (গঙ্গারধার),

হুগলী।

সাদর উৎসর্গ

উদার হৃদয়

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল

- করকমলে -

ত্রয়ী

ত্রয়ী

শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা

গোঁসাইলাল দে



এক ০ কঙ্করময় পথ

তিন ০ ওঠো জাগো

দশ ০ কে দেখাবে আলো

বার ০ অকস্মাৎ যদি

চৌদ্দ ০ ফিরায়ে দিওনা

ষোল ০ এক লাইন দিয়ে দিও

কঙ্করময় পথ

কঙ্করময় পথ
নুড়ি বিছানো সড়ক
আদিগন্ত বিস্তৃত দুঃখের কটাহ
চোখ ঝলসানো দীপ্ত বিবস্বান;
তবু চলতে হবে পথ—
কঙ্করময় রূঢ় সড়ক।
সুদারুণ নিঠুর উত্তল খাড়াই
অনুর্বর প্রত্যন্ত প্রদেশ
বিস্তীর্ণ অরণ্যের মাটির মতো
স্যাঁতসেঁতে উদ্‌ভ্রান্ত পৃথ্বী;
তবু দূরে আসমানি আকাশে
দীপ্তিমান সন্ধ্যার শুক্র
জীবনের রোশনাই।
তাই চলতে হবে পথ
ভাঙতে হবে উত্তল খাড়াই
পার হতে হবে নিশিত কাঁকড় বিছানো সড়ক-
পার হতে হবে কঙ্কর বিছানো সড়ক
দেখ,
মসীলিপ্ত অরণ্যের বুকে
জ্বলে খদ্যোতিকা

হিরণ্ময় আলোর সংকেত
মিটি মিটি আলোর ডানায়ঃ
তুমি বিধাতার শক্তির অনন্ত উৎস
জীবনের ফল্গুধারা
আর্তপীড়িতের জীব-ধাত্রী,
অমৃত-কুম্ভ তোমার মাথে
সিন্ধুর মানস লক্ষ্মী তুমি ॥
অমৃতস্য পুত্রাঃ !
ছন্নছাড়া অসুরের তাণ্ডব
অবক্ষয়ের রক্তিম ক্ষত
বুড়ো গাছটার কপোলে,
দুঃসহ বেদনায় ছিন্নভিন্ন
ডালপালা-শাখা-প্রশাখা
ঝল্‌সানো পুষ্প পর্ণ
কয়লায় পোড়া ইটের ভাটার মতো
বিবর্ণ-বিশুষ্ক-অনুর্ব্বর ।
তাইত তোমার প্রয়োজন
প্রয়োজন ভালবাসা আর ছন্দ—
সুর আর গান,
অবক্ষয়ের করাল বেদনার বুকে
দিতে হবে অর্ঘ্য
অমৃত পরশ ।
আদিকালের পড়ে থাকা বুড়ো গাছটায়
ফিরে আসবে যৌবন
সুষমার দীব্য মাধুর্য্য ॥

ওঠো জাগো

ওঠো জাগো ..

অম্বরের অন্তঃস্থলে চেয়ে দেখ
শতদলে বিভূষিতা জ্যোতির্ময়ী
শান্ত সমুজ্জ্বল—
চির অকম্পিত, প্রাণোচ্ছল,
শোক দুঃখ ব্যথা বেদনা
রাগ বিরাগ ঈর্ষার ঊর্দ্ধে
সঞ্চরণ শীল তার দীপ্তি,
অমেয় প্রশান্তি তাঁর নয়নে।

চলো চলো এগিয়ে চলো
সদা প্রফুল্ল জীবনের পথে—
অনন্ত আনন্দময় জীবনের পথে
আঁধারের পারে,
জ্যোতির্লোকে :
তুমি প্রভাতের আলো
তুমি আঁধার বিনাশী—
কল্যাণী,
তোমার ভালবাসার আগুনে
অশিব শয়তান ভস্ম হয়ে যাক।

এগিয়ে চলো
এগিয়ে চলো
দুর্দম দুর্মর বেগে,
তুমি গোমতী গঙ্গা
সুরধনীর মতো তোমার অভিসার।

শোনো,
সহস্র সহস্র সগর সন্তান
তোমার প্রতীক্ষায়
মুক্তির ব্যাকুলতা লয়ে
অনেক, অনেক যুগ ধরে
তোমারি প্রতীক্ষায়
কাল গুণে চলেছে।

এগিয়ে চলো
দুর্দম দুর্বার বেগে,
সমস্ত ঐরাবতী-বাধা ভেসে যাক
ভেঙ্গে যাক—
দূর হয়ে যাক,
তোমার যাত্রা হয়ে উঠুক সার্থক
প্রাণোজ্জ্বল দীপ্ত -
প্রশান্ত আলোময়।

বাধা !
পিছু টান !
ফিরে চেওনা

ভুলে যাও ফেলে আসা দিনগুলি
ভুলে যাও ব্যর্থতায় পঙ্কিল স্বপ্নমোহ
অতীত উৎসের কলতান—
স্বপ্ন রাঙানো স্মৃতিগুলি ;
কৃষ্ণা কাবেরীর চেয়েও
শক্তিমতী তুমি—
সুভদ্রার মতো পরাপ্রকৃতি তোমার
ভুবনমোহিনী অমৃত তোমার
চেতনা লোকে।

শোনো
লক্ষ লক্ষ প্রাণের আর্তনাদ
সুখ দাও, স্বস্তি দাও—
শান্তি দাও
দাও আনন্দ সুধা ;
শুনতে পাচ্ছ না
কোটি কোটি ব্যাকুল বাসনা
কত—কত কাল ধরে
নগরে সহরে গ্রামে গঞ্জে
কেঁদে কেঁদে ফিরছে :
আমাকে বাঁচতে দাও
আমাকে অমৃত দাও
আমাকে অমর অজর কর।

শোনো
ফিরে চেওনা
কিছুতেই ফিরে চেওনা,

স্নেহে প্রেমে ভালবাসায়
সর্বংসহা হোয়ে ওঠো
হোয়ে ওঠো নীল-গঙ্গার মতো
জীবন দায়িনী কল্যাণী।

চলো চলো চলো—
মনোহর মনোরম মধুময় হোক
তোমার চলার ছন্দ,
সব বাঁধা, সব দ্বিধা নিঃশেষ হোক
তমসার তীরে তীরে
জন্ম নিক অসীম আনন্দ
নব নব রূপে।

অস্থির অধীর হোয়ে না
চঞ্চলতায় বিবশ হোয়ো না
বেদনার ভারে
নিজেকে দুর্বল
ক্ষমাহীন ভেবো না.
চির তারুণ্যের
অক্ষয় আনন্দ তোমার প্রাণের বীজে.
হে তাপসী সুভগে
অধীর হোয়ো না
নিজেকে দুর্বল ক্ষমাহীন ভেবে
নিজেকে হারিও না।
হারিয়ো না।

শোনো,

না, কিছুতেই অধীর হোয়ো না,
অনন্ত জীবনের মূর্ত চেতনা তুমি
আশাহত অভিমানে ভুলো না—
ভুলো না সে কাহিনী :
শাশ্বত কালের চির নবীন ছন্দ
তোমার জীবনের ছন্দে ছন্দে ;
ভুলো না—
দ্যুলোক ভূলোকের অধিশ্বরী তুমি-
তুমি দীপ্তিময় জ্বলন্ত ভাস্কর।

চলো গো সুভগে
চলো চলো চলো
অক্ষয় আনন্দ লহ মহানন্দে—
চলো চলো চলো
মৃত্যুসাগর পারে
যেথা অমেয় সঙ্গীত বাজে
অক্ষয় আনন্দে।
চলো চলো
দুর্বার বেগে চলো
কর্মপারাবার পার হয়ে
যেথা মহাজীবনের গান
সদা বহমান
অমরার সুরধনী নীরে।

শোনো
তুমি কি কাতর হয়ে পড়েছ ?

তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা
কিম্বা মিথ্যা ভয়
তোমাকে শঙ্কিত করে তুলেছে—
আশাহত করেছ ?
তবে জেনে যাও :
সে মিথ্যা—
ষোল আনাই মিথ্যা,
তুমি নির্ভীক যোদ্ধা
তোমার বাহুতে
শত সমুদ্রের প্রবলতা,
তোমার হৃদয়ে
হাজারো সূর্য্যের অমিত তেজ।
তবে জেনে যাও :
তব জীবনের প্রভু
আশার সূর্য্য
বিশ্বজীবনের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা
শুনে যাও—
তুমি চিরন্তন
বিনাশ রহিত
অমৃতময়
তেজোময়।

ওগো, পথ বড় দুর্গম
দুমুখো তীক্ষ্ণ অসির মতো
ভয়ংকর,

তমসা এধারে—ওধারে
ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের পদক্ষেপ।
তবু—তবু চলতে হবে
জয় করতে হবে অশিব-বন্ধন,
দুর্বার দুর্নিবার তোমার গতি
অনন্ত সম্ভাবনা তোমাতে—
চেতনার গভীরে পরমহংস
তোমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে।
ভয় কি
এগিয়ে চলো
দুবার বেগে চলো
জ্যোতির্ময় জীবনের পারে
আনন্দ নিকেতনে!

'কে দেখাবে আলো

কে দেখাবে আলো ?
একথা বোলো না,
ভগ্নাশার ভয়াল অর্ণবে
একমাত্র যাত্রী তুমি—
একথা ভেবো না,
জটীল বন্ধুর পথ
আর্তরবে ভরা,
অনিশ্চিত আগামী রজনী—
একথা ভেবো না।
শোনো
বহ্নিমান ভাস্করের নিষ্কলংক বিভা
তোমারি বক্ষের স্পন্দনে স্পন্দনে
স্পন্দিত—নর্ত্তিত—বিলসিত,
তোমারি রক্তের শিরায় শিরায়
আলোর স্ফুলিঙ্গ জ্বলে
সহস্র শিখায়—
তোমারি প্রাণের পাগল ঝোরায়
অসংখ্য অসংখ্য প্রাণের তরঙ্গ নাচে
অসংখ্য অসংখ্য সূর্য্যের বিভাস
তোমার সত্ত্বায়—
তোমার দেহে
তোমার মনে
তোমার আত্মায়।

তাই বলি—
কে দেখাবে আলো ?—
একথা বলো না—
একথা বলো না।

অনেক দূর !
অনেক দূর
গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেছে পথটা,
তাই, সাথী, এখনি—
হ্যাঁ, এখনি সুরু করো যাত্রা.
কোনো আলস্য—
ভবিষ্যতের মোহ
যেন পথ না আটকায় :
কে বলতে পারে
হতাশা আর ক্লান্তি
বিতৃষ্ণা আর অপঘাত
অনাগত কালের গহ্বরে
ওৎ পেতে নেই ?

হ্যাঁ, কোনো আলস্য নয়
বৃথা কালক্ষেপ নয়,
পথ অনেক
এখনি যাত্রা করো
এখনি
এই সুন্দর সকালে
এই মিষ্টি মধুর আশ্বিনের আলোয় ॥

অকস্মাৎ যদি

সাথী,
চলার পথে
অকস্মাৎ
যদি কোনো অভিঘাত
নেমে আসে,
বোলো ঃ
কোনো অভিমান করিবো না
কোনো আছিলায়,
জানি—
জীবন নহেত শুধু আনন্দ সুখের,
বেদনার ছলনার দুঃসহ আঘাত
তাও জীবনের এক্তিয়ারে
প্রতি নায়কের বেদনা বিধুর
আবির্ভাবের মতো সত্য—
নিখাদ সত্য !
ভাদ্রের যামিনীর নির্ঝর বরিষণে
যদি ধরণী হয় সিক্ত—
মুক্তি স্নানের সুরা সিঞ্চনে পুলকিত,
আর অকস্মাৎ
বিদ্যুতের বিসর্পিত হাসি—
বজ্রের নির্ঘোষ নেমে আসে
আকাশ ভাঙ্গা শব্দের ঝনঝনায়

সেও সত্য—
নির্মমভাবে সত্য।
তাই বলি—
অকস্মাৎ
যদি কোনো অভিঘাত
নেমে আসে,
বলো ঃ
কোনো অভিমান করিবো না,
কোনো আছিলায়,
আমাকে চলতে হবে
সব দ'লে পিষে
অনন্ত অমৃতময় জ্যোতির্ময়ধামে
শোনো, তুমি অজড় অমর হবে
হবে বীর শ্রেষ্ঠ
যদি পারো প্রেম দিতে
জীবনে জীবনে,
রক্তের শিরায় শিরায়
প্লাবিয়া তুলিতে পারো
অশিবনাশী শক্তি :
যদি পারো প্রাণের নদীতে
আনি দিতে প্রবল উচ্ছ্বাস
দিব্যজীবনের নির্ঝরচেতনা,
যদি পারো শঙ্খিয়া তুলিতে
চতুর্মুখবিধাতার মহামন্ত্র
গণহৃদয়ের রক্তের ঝালকে।

ফিরায়ে দিওনা

শোনো,
বিমুখ থেকো না,
আনন্দের স্পর্শ যদি
স্পর্শিয়া উঠিতে চায়
রক্তের শিরায় শিরায়
ধমনীর জালকে জালকে,
চিত্ত যদি মুগ্ধ হয়
কোনো শুভক্ষণে
মৃদুতম দিব্য প্রেরণায়,
হে বন্ধু
ফিরায়ে দিওনা তারে
ফিরায়ে দিওনা কোনোমতে—
কোনো আছিলায়।

জানি—
অনেক উদ্ব্যস্ততায়
নিশিথের স্বপ্ন সুখময়
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যায়,
জানি—
অনেক ভীড়ের মাঝে

অসংখ্য সংঘাতে
বোধের ইন্দ্রিয় আজি লাঞ্ছিত—
দলিত—মথিত,
অশ্রদ্ধার অশ্রুনীরে
প্রাণের জলধি নোনাভরা—
অপাংক্তেয়।

তবু, হে প্রিয়—
হে প্রাণের বন্ধু
সহসা আগন্তুক কোনো এক ক্ষণে
অরূপের স্বপ্ন যদি
মর্মে জাগে,
অসীমার সৌন্দর্য্যের
সুষমার সুধাধারা তরঙ্গিয়া ওঠে—
দোলা দেয় হৃদয় নীরে,
ওগো ফিরায়ে দিও না
ফিরায়ে দিওনা তারে॥

এক লাইন দিয়ে দিও

'এক লাইন দিয়ে দিও'—
একদিন হয়তো
আমিও তোমার মতো
ছুড়ে দেব কথাগুলো,
আর বাঁকা চোখে
দেখে নেবো
প্রসাদ পিয়াসী মসীজীবী
নিবীর্য সন্তানে—
এই যেমন সহস্র আমরা
দূর গ্রামগঞ্জ পার হয়ে
মহানগরীর প্রাসাদ কোটরে
তোমার প্রসাদ প্রার্থী!

* *

ধিক! ধিক! শত ধিক!
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল
হাতিয়ার হাতে নিয়ে
রক্তাক্ত সংগ্রামে
মরণের জয়গান গাওয়া
অনেক অনেক ভাল॥

ওঠো জাগো হে ভারত সন্তান
ওঠো জাগো হে বঙ্গ সন্তান,
ভিক্ষা পাত্র হাতে
ভিক্ষাজীবী হয়ে
আর বাঁচা নয়,
তোমার যা আছে—
আর তিল তিল রক্তবিন্দু দিয়ে
গড়ে তোল সুরম্য প্রাসাদ,
উন্মুক্ত আকাশ যেন
সে প্রাসাদে উঁকি দেয়
ছায়া দেয় রোদ্র দেয়
দেয় ভালবাসা সর্ব্বজনে ॥

ওঠো জাগো হে তরুণ তাপস
কাব্যসরস্বতীর মধুময় বনে
যে ফুল ফুটে আছে
অমৃত ভরা বুকে,
স্নেহবারি বরিষণে
করো তারে মুকুলিত ;
শোনো সখা
মাথা উঁচু করে বাজাও বিষাণ
কাঁপুক ধরণী
উঠুক প্রলয়,
আর খান খান হয়ে
ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাক
এই প্রাসাদ নগরী
মুছে যাক পচা স্মৃতি

এইসব দেবতার—
'এক্ লাইন দিয়ে দিও'
এরা সব কবরের বুকে
চিরকাল সমাধি মগন হোক
জন্ম নিক প্রলয়ের শেষে
আরেক দেবতা ॥

হে সাধক, মাথা উঁচু করো
সত্যের জয়গান করো—
মানুষের মাঝে তোমার সাধনা
ফলবতী হোক
অমৃত সন্ধানী হোক,
দূর পল্লী আর মাঠের জনেরা
আপন বন্ধুরে পেয়ে হোক ধন্য ॥

শোনো অরুণ তরুণ তাপসের দল,
আর নয় কাকুতি মিনতি
আর নয় প্রসাদপিয়াস,
ওঠো জাগো
মনে মনে জপ করো ঃ
বীর্যবান মানুষের জন্য এই পৃথিবী
এই সুখ আনন্দের মেলা,
নপংশুক মানুষের জন্য নহে
নহে হীনশক্তি সেবাদাসের ॥

শোনো ঃ
সমূলে আঘাত করো আত্মমূলে
তোমার সৃষ্টির মেধা করো প্রসারিত

প্রজাপতি তুমি
জীবের বিধাতা তুমি !

সাথি !
ওঠো জাগো,
মাটির পৃথিবী করো মধুময়,
করো সুখময়
অন্ন দিয়ে
বস্ত্র দিয়ে
দিয়ে আলোর অঞ্জলি ॥

শোনো,
কেউ পর নয়,
আপনার চতুর্দিকে
যে দেয়াল গড়ো তুমি দিনে রাতে
সে তোমার ব্যভিচার—
আর এই ব্যভিচার
নিয়ে যায় সবে অন্ধকারে
অন্ধকার হতে আরো অন্ধকারে ।
'আলো চাই আলো চাই'—
তুমি কি শুনতে পাও না ?
তবে চুপ করে কেন আছ ?

তোল কণ্ঠ বীর,
আকাশ বাতাস মথিত করি
জলস্থলে হিল্লোল তুলি
বলো, বলো বীরনাদে ঃ

আমি মুছে দেবো
পৃথিবীর মিথ্যা ইতিহাস
আমি মুছে দেবো
সারহীন মানুষের অপকীর্ত্তি
মুছে দেবো পৃথিবীর বুক থেকে
কোটি বছরের কৃষ্ণ ইতিহাস
নিপীড়নের কাহিনী ॥

সাথী সখা আমার,
জননী তৃষ্ণার্ত আজ
জননী ক্ষুধার্ত আজ
বলো কা'র পাপে ?
বলো কা'র অন্যায় আজ
মায়েরে করেছে দীনা রিক্তা ?

এসো ভাই
এসো বোন
হাতে হাত রাখো
আর উচ্চনাদে বলো :
আমরা আছি আর ভয় নেই
আমরা আছি আর ভয় নেই,
কোটি বছরের গ্লানি দূর করে দেব
শ্রীসম্পদ দিয়ে তোমায় সাজাব ॥

ত্রয়ী

সুর ও বাঁশরী

শান্তিরঞ্জন দে



বাইশ হে সূর্য্য ০ বরং নিজেই আমি পটুয়া সেজেছি

তেইশ আন্দোলিত ০ রুচিরা ০ ঝড়

চব্বিশ প্রান্তর ০ উত্তর পুরুষ

পঁচিশ সন্ধ্যা ০ সূর্ধ্য নেমে এল

ছাব্বিশ বসন্তের পরিধি ০ আজ এক········ ০ আড়াল

সাতাশ মৃত্যু ০ স্রোত সৃজন

আটাশ রক্তে আমার ০ গাড়ী

উনত্রিশ আনত উষ্ণ পাপ ০ বর্ষণ

ত্রিশ চিঠি ০ অনুভব ০ স্বপ্ন কি সয় ০ বিস্ময় শুধু

হে সূর্য্য

কাল সমুদ্র ফুঁসে আছে—
যৌবনের আসন্ন জোয়ার
রক্তে আমার তরঙ্গীত চিতার গর্জনে !
উল্লম্ফনে মগ্ন তোমার দীপ্ত রোদেরে কাড়ে ;
উদ্ধত অনুভব !
বজ্রের থাবা হাড় জুড়ে আজ দধিচীর প্রত্যাশা,
নিরুত্তপ্ত নেভানো জীবনে অগ্নিরেখার টান ;
জীবনের উচ্ছ্বাসে নিলাজ জড়তা ভেঙে হ'ল খান খান
—তোমার করোটি রসন দৃপ্ত অশনির সঙ্কেতে !

বরং নিজেই আমি পটুয়া সেজেছি

বরং নিজেই আমি পটুয়া সেজেছি,
চা পানে বিরতি আর কত ? —সয় না যে :
আরূঢ় ভণিতা করে ছায়া জড় পিণ্ডরা কাঁপিছে,
হাওয়া ঘন ঘন করতাল ভাঙে, সজাগ আম্পেয়ার ;
সট্ হ'লো সারা—
সৃজনের মাঠ আকুল হয়েছে বটে,
কত রাণ হ'ল ?
সূর্যমুখীর মনে প্রাণে ঢেউ আঁকা ;
আঁকা-বাঁকা চোখ বাতাসে সন্তরণ !
ক্রিড়ামোদীরের বন্দনা সভা স্নায়ু বন্ধনে রত,
অলাত চক্র গতিরেখ্ টানে গুঞ্জনে অবিরত !

আন্দোলিত

আমার নগ্ন হাত
স্তনশোভা বিজড়িত হিন্দোল সুভাষে
আন্দোলিত কাব্যের সঙ্গীত ;
আবেগে প্রমূর্ত তারা জাগে সারা রাত
'ক্ষুধা সেক-বুলবুল' করবী উল্লাসে !
সোনালী শস্য ভূমি ত্রস্ত অচিরাৎ
মায়ামন বিহারে······
আমার নগ্ন হাত
রোদ মুছে ঢলে পড়া সূর্য্যের গহ্বরে !

রুচিরা

আমার ঐশ্বর্য ভীত
তিলে তিলে নিঃশেষিত
সৌন্দর্য্যের গানে ;
মৃত প্রাণ মীন সরোবরে একাকী অভ্যস্ত আমি
প্রেমের বিতানে !
প্রতীক্ষায় আহত সূর্য্য ঃ
উলুপীর ইচ্ছামগ্ন নিয়তির অন্ধ জঠরে
নিয়ত প্রবাসী আমি—ফাল্গুনীর প্রাণে !

ঝড়

শিঙ্ বেঁকিয়ে এলো ঝড়
ট্রামের লাইন—মনুমেণ্ট আর
মনের, পর !

প্রান্তর

আমারই চেতনা রঙে থরথর কাঁপে
সূর্য্যচক্র, সৃষ্টির সংলাপে !
পথের রেণুরে পূবালী হাওয়ার বাহুতে
এলোমেলো আঁকি ধারালো দিনের স্রোতে ;
প্রজাপতি মাঠে উদ্ধত যৌবন—
সাইমুখ ঝড়ে জড়িষ্ণু মুমূর্ষা
অচিরাৎ ওঠে রণি'
জিজীবিষু নন্দন উদ্যানে যবে পাতি চরণ ;
কালের বর্ণা উদ্দাম—ফাল্গুনী !

আত্মঘাতী খুঁজি সূর্য্য তাড়িত চরচারী মরসুমী
ব্যূহজয়ী অভিমন্যুর মূর্ত্ত খণ্ডকাল ;
যুগ আবর্তে তুলে নেই তারে প্রচণ্ডক্ষণ সম্ভ্রমী
থমকায় বেলা, আকাশে বাতাসে ঝঙ্কারে করতাল !

উত্তর পুরুষ

আমার রুধিরে সূর্য্য কণা জ্বলে ;
বুক ভরা বাঁশীর বেদন······

মৃত্যুবাঞ্ছা সহসা চমকি ইন্দ্রপ্রস্থ খোঁজে ;
সফল গর্ভ ধরণীরে আঁকি !
উত্তর পুরুষ, চকিত মন্ত্রবাক !

সন্ধ্যা

প্রত্যেক মানুষের রক্তে এখন
পানকৌড়ির সন্ধ্যা
ছেঁড়া-কাঁথায় মুড়ে শুয়ে আছে
চো-পথী
চিতা বাঘের থাবায় জ্বলন্ত হাওয়া
শরীর ছিঁড়ে নেয়……
মনের মধ্যে নাচঘরের ঘুঙটে ছোবল ;
'আনাচে-কানাচে স্তব্ধতার ঝুল
মাকড়ের খাদ্য—
এ সময় !

সূর্য্য নেমে এল

সূর্য্য নেমে এল   এখানে সূর্য্যমুখী ;
হৃদয় উথল বাউ
মন মেলো মনগহনে !
হৃ'চোখে প্রলয় পাড়ী……
মন সরণীর রক্ত অধীর প্রসারিত হাতে বেদনা ;
ধারা স্রোত গেছে   মুঠিহারা হয়ে—
অকূলে সন্তরণ ।
আজ কতদিন পরে বেদনা বাহি' বাঁশীর নিমন্ত্রণ
আনত ওষ্ঠে প্রত্যাশা ঢেউ
কাল জাগা নদী স্রোত……
হৃদয় উথল বাউ
মন মেলো মনগহনে !

বসন্তের পরিধি

বসন্তের পরিধি প্রান্তরে ছড়াই
প্রাণ গঙ্গা দিগন্তচারী   পূর্ব্বরাগ,
মৌসুম মেঘে কল্লোল আনি ;
আগুনে-ফাগুনে যৌবন-বাণী   দীপ্ত থাক !
স্নিগ্ধ হৃদয়ে স্রোত শান্তির মিলন ফাগ !

আজ এক আশ্চর্য্য আকাশ

আজ এক আশ্চর্য্য আকাশ !
ফুলের গন্ধে বিবস্ত্র করেছে আত্মা ;
তার পালা বদল চলছে প্রেমে,
রজনীগন্ধা পাল......
বুভুক্ষু সাগর ফুঁসে ওঠে
সূর্য্যমুণ্ড আর্তনাদে সহসা বধির ;
গ্রন্থিছিন্ন সুতীক্ষ্ণ স্মৃতির জাল !

আড়াল

নেকড়ের মতো জ্বলে ওঠে চোখ......
অজস্র চোখ ;
বিক্ষত হতে ভয় বা কি ?
নিজেকে আড়াল দিয়েছি ঢের,
আড়ালে ফুল ফোটে না কি ?

মৃত্যু

জমাট কঠিন বেদনার ভাস্কর্য্য
জীবনের ক্ষুধিত শিলায়,
একটা সুরের মুর্ছনা শুধু বীণার তারেই রেখে যায়
সূর্য্যের রথচক্র সেদিন আর্তনাদেও অসীম হয়......
একসার মেঘ মুক্ত হয়েছে—বিশ্বস্ত এ জীবন ;
জমাট কঠিন বেদনার দেখি নির্ভীকতম আলোড়ন !

স্রোত সৃজন

অতসী মেয়ের বেতসী চোখ
বেদনা খুড়ছে আজও ভোর,
জল ডাহুকীর রোদসী ছন্দ
পাল তুলে বীণা পেরোয় মন
সময় ছিড়িয়া সন্তরণ ;
এখানে দাঁড়িয়ে দণ্ড দুই
চিনেছি তারে অবিনাশী !

পাতি অরণ্য বাতাসে হিম
বেদনা খুড়ছে, হলুদ স্তূপ ;
নাম ধরে ডাকে ডাহুকী স্বর
পাল তুলে বীণা পেরোয় বন
মেঘের ঘুঙুরে কাঁপছে গাঙ্
চোরাচরে ডুবি হৃদয় চুপ ;
দিকে দিকে ঝরে দুফুর রোদ
স্মৃতি সায়রের স্রোত সৃজন।

রক্তে আমার পলাশ রঙীন ফুল

আজ রাত ভর জমেছে মেঘ
আমার শিরায় নেমেছে বিজলী তীক্ষ্ণ বেগ
ঘোড়ার খুরের অজস্র তাড়া
এলোমেলো মন সচকিত কারা
সারা রজনীর আঁধারে খেলছে কোন কিশোরীর চুল,
নিয়তির মতো আঁকা বাঁকা বুকে
রক্ত আমার পলাশ রঙীন ফুল ;
কাল-পাখা-মেঘ শিরায় ফুল,
কালো ঘোড়া খুরে ভাঙছে চুল—
সারা রজনীর স্বপ্ন আমার ধারা আকুল ;
আমার শিরায় নেমেছে বিজলী তীক্ষ্ণ বেগ
আজ রাত ভর মেঘের পাখায় জমেছে মেঘ !

টংলা, ১৩৮০

গাড়ী

পুষ্পগন্ধ বিজড়িত আঙুলে মন হলো তার স্পর্দ্ধিত,
অর্গেন প্রাণা আকুল ব্যাকুল সুরারোপ মনে রঞ্জিত ;
পবশেতে খোলে আলোর তোরণ
কম্পিত হয় বন উপবন—
সাবা আকাশের নেই পরিসীমা-
গোলাপ স্তবক নম্রতার ;
আঙুলে বুলাই আগুনের রেখা, জোয়ারের নদী হইয়ে পার !

আনত উষ্ণ পাপ

চোখে চমকায় বিজলী ;
মন, প্রেমের কোরক !
তবু ঝড়······
অবিন্যস্ত বিহগী আলাপ ;
কণ্টক তনু,
আনত উষ্ণ পাপ !

বর্ষণ

বাধ ভাঙা ঢেউ, ঢেউ ভাঙা মন
লোকোত্তর ; আকাশে বিজলী কুরুর রণ
ভয়ঙ্কর !
মৌসুমী মেঘে ঘোড় সওয়ার
সুর বাজে স্বর—খুর হাওয়ার
সিঞ্চিত মন, শঙ্কিত মন,
স্তম্ভিত মন—হৃদবেদন ;
সারথী ফেরাও কূলায় মন
অতঃপর !
রজনীগন্ধা বনে কী ঝড় ?
আজকে হৃদয় ডুবু ডুবু নির্ঝর !

চিঠি

আমার অন্ধকারের চার দেয়ালে আলো,
হটাৎ, প্রিয়ার চিঠি বুক বাজিয়ে এলো ;
পার হয়ে যাই অর্গেন ধারা—অক্ষরে,
হটাৎ যেন মুক্তি পেলাম মেঘ ভাঙা রোদে—
চিল পুরুষের স্বরে······
আকাশ·আকাশ বাজছে হৃদয় লোকায়তী কোন ভীড়ের।

অনুভব

ছুটির ঘণ্টায়
একটা কাঁচপোকা এসে বসল ;
আর, রক্তে আমার ঝিন্‌ঝিনিয়ে উঠলো
সমগ্র সহরের সত্বা ;·········প্রমত্তা !

স্বপ্ন কি সয়

রাত ঢের হ'ল তবুও ভয়,
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন কি সয় ?
সঙ্গোপনের মর্মরে মদির—রক্তনাদের ট্রয় !

বিস্ময় শুধু

আকাশে ফ্যাকাশে বিস্তার ;
আমরা প্রচুর প্রত্যাশী শুধু
নিদ্রায় বিক্ষত হয়ে যেতে ;
নীল দিনও বিরহিত !
জীবনের সব প্রবাহ চিহ্ন মুকুরেই অন্তিম ;
আড়ালে তবুও বাতাহত সেই শরীরের অব্যয়—
বিস্ময় শুধু, ইচ্ছার দিন গোনা—ঘ্যান ঘ্যান হৃদয়ের তার !

ত্রয়ী

ম্যাগনেট

গীতা চক্রবর্ত্তী



আমার যদি একটা ম্যাগনেট থাকতো

'কবিরা পাগল'।
সত্য সুকুমার।
ভুল তোমার নয়।
ভুল আমার।

কবিরা এ জগতের মানুষ নয়,
কল্পনা রাজ্যের বাসিন্দা;
মনের মানুষ খুঁজে পাওয়া দায়
তাই দিশেহারা হয়ে ছুটে চলে
এক নোতুন রাজ্যে।
তাই ওঁরা পা-গ-ল।
আর তুমি?
তুমি ছন্নছাড়া জগতে ঘুরে বেড়াও—
লাঠি পিস্তল গুলি হাতে;
চোর ডাকাত খুনীর উদ্দেশ্যে।
কবিতে তোমাতে এইটুকু ব্যবধান।
টেনে দাও সমান্তরাল সরলরেখা
কোনদিন তা মিলবে না একই বিন্দুতে

তুমি যে সময় অপচয় কর—
সুরা, গঞ্জিকা অহিফেনের সন্ধানে;

তখন ওরা গড়ার কাজে ব্যস্ত।
চলে যায় ঐ নীল আকাশের গায়ে—
মন মিলিয়ে দেয় গোধূলির সনে।
ওঁরা ভাব রাজ্যের রাজা।
বাস্তবের গ্রাহক।
আর তুমি?
উত্তর দাও।
তুমি হয়ত এখন স্ফূর্তির পেছনে ঘুরছ।
তাই নয় কি?
এবার বল—কে জিতল?
'তুমি' না 'কবি'?
তোমার 'চিন্তা' কি—তা জানি না।
আমার 'ভাবনা' কি—
তা শুনবে?
এ জগতের বাইরে কি কোন সমাজ আছে?
ছন্নছাড়া-জীবনের নেই সত্তা
নেই শ্লীলতা নেই ভদ্রতা।
আপন করে নেওয়াও ওদের কাছে দুরূহ।
তাই ভাবি—
'আমার যদি একটা ম্যাগনেট থাকতো!'
আকর্ষণে টেনে নিতুম—
আমার মনের মানুষ।
স্নেহ প্রেম-শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলতুম এক নোতুন রাজ্য,
সুন্দর সমাজ!'

এইবার তোমার আমার মাঝে রাখ—
এ-ক-টি বিন্দু।
টান সমান্তরাল সরলরেখা।
কোনদিন তা মিলবে না—
বৃত্তের মত একই বিন্দুতে।
আজ তুমি ছন্নছাড়া আর
আমি ছন্দহারা
বিচরণ করি একই রাজ্যে।

রক্তের রং

রক্তের রং করিছে বহন,
সত্যের জয়ধ্বনি।
চামড়ার রং গর্বের ধন,
মহামূল্যবান মণি।
সূর্য্যের তেজ করে নিঃশেষ
কালো চামড়ার বল।
হা-হুতাশ করে আজ দেখ মরে
সাদা মানুষের দল।
কালো ছাতা শিরে রাখিয়া ধীরে
পথ চলো রোদ বৃষ্টিতে
মিশ্ কালো সেই আঁধারের রূপ
বাঁধা আছে প্রেম সৃষ্টিতে।

ওরা কারা কাঁদছে ?

ওরা যারা কাঁদছে
ওরা কারা কাঁদছে ?
ব্যথার আগুনটা
দাউ দাউ করে জ্বলছে ।

ওরা যারা কাঁদছে—
জীবন যুদ্ধে বুঝি পরাস্ত ?
তাই জ্বলে পুড়ে মরছে !

ওরা যারা কাঁদছে
কাঁদুনি অস্ত্র সার
ধুক্ ধুক্ পথ চলছে ।

ওরা কারা কাঁদছে ?
বন্দী কথাগুলো
মন কারা মাঝে পচছে ।

ওরা কারা কাঁদছে ?
কালের শিকল ছিঁড়ে
ভাবের মুক্তি কি ঘটেছে ?
ওরা যারা কাঁদছে
ওরা কারা কাঁদছে ? ? ?

এলোমেলো

রাতের স্বপ্নেরা রাতেই সত্য—
দিনের আলোয় নেই যার কোন সত্তা
আঁধারের তারাগুলো
আঁধারেই 'উর্ব্বশী,'
ভোরের আকাশে নেই-তার কোন ঠিকানা।
জাগ্রত জীবনেও স্বপ্নেরা ভিড় করে আসে—
নীড়-হারা পাখী যেন ওরা।
দিবসের শয্যা
শতছিন্ন আঁকা
দুম্‌ড়ানো বালিশটাও আছে তাতে রাখা—
হিসাবের খাতাটায়—
নেই কোন গরমিল;
যতনে দেরাজে আছে সেটা।
সুরের আকাশটা—
জানিনা কি রঙ্গে ঢাকা,
'মেঘ-দীপ' আছে কি না সেথা।
সাঁজের আকাশে জ্বলে
'সন্ধ্যা তারা' দীপ;
প্রভাতে সেই কি 'শুকতারা'?
হৃদয় আকাশে জ্বলে—
আশার প্রদীপ নিতি,
সত্যের আকাশে যেন,
হয় সে হারা।

কবির নাইট গেম

চাঞ্চল্যহীন পরিবেশ !
নীরবতার হালকা হাওয়া
আল্পনা এঁকে যায় দিবসের গায়ে।
বালিকা সুলভ চপলতা
যাদের স্বভাবের প্রথম শ্রেনীর বিশেষণ
তারাও আজ মিতভাষিনী।
আগামী প্রভাতের অপেক্ষায়—
'মোতিয়া' দল।
হাইকিং ?   টেন্ট পিচিং ?
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
কেউ জ্বরের রুগী ;
কেউ না পারার ভয়ে ভীত।
আবার কেউ বা
অসহায়ের যন্ত্রণায়
মুসড়ে পড়া—'মোতিয়া।'
সময় এগিয়ে এলো,
ঈপ্সিত সেই তরুণী—
মিস্ রয়   কাছে—
আরো কাছে এলো,
টেন্ট, পেগ রোপ,

রীজ, পোল হেমার নিয়ে।
নম্রাস কেটে গেল।
টেন্ট দাঁড়িয়ে আছে
তিনটি মোতিয়ার
বিজয় পতাকা উড়িয়ে।
আমরা বিজয়িনী 'মোতিয়াদল।'
এটা স্বীকৃত দাবী
মিস্ ব্রাউনিং।
আমরা আগন্তুক;
তোমার নোতুন বাড়ীর বাসিন্দা।
রাত এগারোটা।
মেসেজ?
মোর্স?
বাক্‌রুদ্ধ,
স-ব ভুল।
বাংলা ভাষাও কি এলো না—
তোমার কলমে?
এন, এন, ই
এতেও কি কোন শব্দ হয়?
তোল্ পাড়।
মিস্ রয়!
তুমি কেন এত রাতে?
সব সমাধান হ'লো!
ফার্ষ্ট এইড, দিতেও
এতটুকু ভুল হ'লো না।

এন, এন, ই'র সেই
শক লাগা বৃদ্ধাকে
মিস্ ব্রাউনিং!
বুঝে নাও
তোমার নাইট গেমে'র হাতিয়ার কে।
এখনো তুমি তৃপ্ত নও?
আবার মোর্স?
কেন এত হয়রানি?
সব খুঁজে পেয়েছি।
বাড়ী বদল?
এটাও তো হয়ে গেল।
রাত দু'টো।
হয়ত তুমি কোমল শয্যায়;
আর একটি বার চেয়ে দেখ—
বিনিদ্র রজনী যাপন করছে
তোমার নাইট গেমের
ছোট্ট হাতিয়ার তিনটি।
সমাগত প্রভাতের অপেক্ষায়—
জাগ্রত—
'মোতিয়া দল'।

অনামিকার খোলা চিঠি

আজ তুমি অ-নে-ক অ-নে-ক দূরে সৈকত,
মনের কোণে কত—কথা—চাপা পড়ে আছে।
ঠিকানাটাও হারিয়ে গেছে ;
তাই কল্পনায় স্বপ্নে চিঠি লিখি।
ঐ পাথরকুঠী সাগরিকা
পেঁছে দেবে তোমায়,
আমার দেয়া লেফাফা।
তাতে বড় হরফে লেখা আছে—
সৈ—ক—ত।
স্মৃতির খাতার পাতা ওল্টালে মনে পড়ে,
আমার হারিয়ে যাওয়া সময়টুকু।
সেদিন উষার চুপি চুপি ডাকে—
উঠে আসি আমি তোমার পাশে।
সাগরের ঢেউ আমায় নিয়ে যায়
অ-নেক দূরে।
অনেক অনেক দূরে।
ঢেউয়ের তলে তোমার বুকে,
সাদা ঝিনুকের দল।
চলে নিরীক্ষণ,
শুধু নিরীক্ষণ। তারপর ?
তারপর হাত মুঠো করে ধরি.
শুক্তির আশে।
মুঠো খুলে দেখি,

হয়ত তুমি, নয়ত শুক্তি—
এমনি করে চলে
সেদিনের সোনাভরা সকাল।
আজিকার সোনাঝরা সন্ধ্যায়,
শৈবালের পাশে বসে মনে পড়ে ;
তোমার আমার পাশাপাশি
নাম লেখার পালা,
আর সাগরের মুছে দে'য়ার আনন্দ।
হিসাব রাখিনি কিছুর।
জানি তুমি অনেক দূরে ;
আমি আরো অ-নে-ক অ-নে-ক দূরে।
শৈ-বা-ল। সৈ—ক—ত !
কেউ নেই ? আমি একা !
যদি পার উত্তর দিও ইতি—অনামিকা

অসংগতি

সঠিক পথ খুঁজে নিয়ে—
চলো একসাথে চলি।
এসো হাতে হাত ধরি।
এক চিল্‌তে আলো পেলে বাঁচি
না পেলেও নেই ক্ষতি।
বল—
আঁধারে চুরমার করি—'
ঘুচাই অসংগতি।

কাগজওয়ালা

তখনও রাত্রি হয়নি শেষ ;
ভোরের আলো যে অনেক দূরে।
কন্‌কনে শীতে কাগজ আনিতে
ইষ্টিশনে যাই কেমন করে ?

ছেঁড়া জামা গায়ে চাদর জড়ায়ে
সাইকেল নিয়ে ছুটি সোজা।
বাড়ী বাড়ী ঘুরি কাগজওয়ালা,
ন'টায় নামে কাঁধের বোঝা।

নানা দেশের খবর বহিয়া
হাঁকি জনতার দ্বারে দ্বারে।
'এত দেরী কেনে কাগজওয়ালা' ?
কৈফিয়ত তলব বারে বারে।

তোমার প্রশ্নের জবাব দে'য়া,
আমার কাছে কঠিন তো নয়।
কোর্ত্তা গায়ে দাদাবাবু,
তোমার প্রভাত কখন হয় ?
তোমরা বুঝি ধনীর ছেলে ?
তাই তোমাদের শীত বেশী !
জঠর জ্বালায় তপ্ত দেহ,
তোমার আগে পোহায় নিশি।

সংগ্রামের সাথী হ'বো

যদি কোনদিন পারি
আমি সংগ্রামের সাথী হ'বো,
চিরসাথী হ'বো তোমারি।

আজ তুমি একা সেধে নাও স্বর,
গেয়ে যাও গান একাকী।
বাকী সুরটুকু আমি দিয়ে যাবো
শব্দ যোজনায় এসো তুমি।

তুমি আর আমি দুজনে মিলিব,
দোঁহারে বরিব দোঁহে।
বিজয়-টীকা 'রক্ততিলক,'
ললাটে দিও মোর এঁকে।

নর আর নারী অভেদ তুল্য,
আজ নহে নারী নরের দাসী।
বিংশ শতাব্দীর শুভলগ্নে
বিপ্লব দিল সাম্য জুড়ি।

দুরন্ত কাণ্ডারী

শক্ত হাতে হাল ধরেছি,
পাল তুলেছি সবুজের।
কণ্ঠশোভা কাঁটার মালা,
'প্রেমপূজারী' অবুঝের।

চলতি পথের-দমকা হাওয়ায়,
হঠাৎ লাগা চমকা।
ভয় করি না মির্জাফরেও,
নেই জীবনে শংকা।

উটিল টিলা মাটির দেশে,
প্রাণের সাথী গীতিকা।
'সুরের রাণী' মেরুর দেশে,
মরুর দেশে বীথিকা।

নিন্দানদের কালো জলে
'কৃষ্ণকলি' সরস নেয়ে।
যুগান্তরের ঘুর্ণিতেও সে,
তাক্ লাগিয়ে যায়রে বেয়ে।

—ত্রিবেণী ১২-৩-৭৪